৩৪/

দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 05 MAY 1993
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৭

পরীক্ষা কেন্দ্রে নকল বন্ধে আরও কড়া ব্যবস্থা

ঝিনাইদহ সংবাদদাতা ॥ পরীক্ষা কেন্দ্রে ছাত্র নকলসহ ধরা পড়িলে পরীক্ষা কেন্দ্র তথা স্কুলের পরীক্ষা কেন্দ্রে দায়িত্ব পালনকারী শিক্ষকদের অব্যাহতি দেওয়া, অনুদান বন্ধ ও তাহাদের বিরুদ্ধে বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে। সরকার পরীক্ষায় নকল বন্ধের জন্য সম্প্রতি আরও কিছু কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছেন। চলতি এস এসসি পরীক্ষার আগে গত ৩রা এপ্রিল শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সচিব কর্তৃক সকল পরীক্ষা কেন্দ্রের সচিবদের নিকট লিখিত এক পত্রে বলা হইয়াছে যদি পরিদর্শক ম্যাজিষ্ট্রেট বা

(৪র্থ পৃঃ দ্রঃ)

পরীক্ষা কেন্দ্রে

(৩য় পৃঃ পর)

ভিজিল্যান্স টিমের কর্মকর্তাদের দ্বারা কোন হলে কোন পরীক্ষার্থীকে নকলরত অবস্থায় ধরা হয় তাহা হইলে সেই কক্ষের হল তত্ত্বাবধায়ক ও সকল পরিদর্শককে দায়িত্ব পালনে অবহেলার জন্য অব্যাহতি দেওয়া হইবে এবং তাহাদের বিরুদ্ধে বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য তাৎক্ষণিকভাবে সুপারিশ পেশ করা হইবে।

আরও বলা হয় যদি কোন বিদ্যালয়ের পরীক্ষার্থীরা অসদুপায় অবলম্বনের দায়ে বহিষ্কৃত হয় তবে সেই বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের সরকারী অনুদান বন্ধের জন্য শিক্ষা অধিদপ্তরের নিকট কেন্দ্রের সচিব প্রতিবেদন পেশ করিবে।

পরীক্ষা কেন্দ্রে কোন গোলযোগ বা পরীক্ষায় ব্যাপক অনিয়মের জন্য উক্ত কেন্দ্রের সম্পূর্ণ বা আংশিক পরীক্ষা বাতিল করা হইবে বলিয়া উক্ত পত্রে সতর্ক করিয়া দেওয়া হয়। শিক্ষা মন্ত্রণালয় বা বোর্ড কর্তৃক প্রেরিত বিশেষ টিম বা অন্য কোন সূত্রে কর্তৃপক্ষ যদি জানিতে পারেন যে কোন পরীক্ষা কেন্দ্রে অনিয়ম সংগঠিত হইয়াছে তবে উক্ত অনিয়মের জন্য সংশ্লিষ্ট কেন্দ্র সচিব দায়ী হইবেন। কর্তব্যে অবহেলার জন্য কেন্দ্র সচিবের বিরুদ্ধে বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে।

এদিকে বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতির সভাপতি কামরুজ্জামান ও সাধারণ সম্পাদক চৌধুরী খুরশিদ আলম এক বিবৃতিতে অবিলম্বে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের বিজ্ঞপ্তি প্রত্যাহারের দাবী জানাইয়া বলেন, সুষ্ঠু তদন্তের মাধ্যমে অপরাধীর অপরাধ নির্ণয় ও উপযুক্ত শাস্তি বিধানে আমাদের কোন আপত্তি নাই বরং এধরনের পদক্ষেপকে আমরা পূর্ণ সমর্থন জানাই। কিন্তু ছাত্রের অপরাধে নিরপরাধ শিক্ষকের শাস্তি ও স্কুলের অনুদান বন্ধের হুমকি অত্যন্ত অমানবিক ও অন্যায়।